প্রথম সংস্করণ—কার্তিক ১৩৬৩



শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা
হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বসুর সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল ১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি কোনো সময়ে। দলসিংপাড়া চা-বাগানের ঠিকানা হইতে তাঁহার চিঠি পাইলাম। আমি তখন কুচবিহার কলেজে অধ্যাপনাসূত্রে কলেজের ছাত্রাবাসে সহকর্মী অধ্যাপক শ্রীনির্মল সিংহ মহাশয়ের প্রতিবেশীরূপে বাস করিতেছি। চিঠি পাইয়া আমরা উভয়েই তাঁহার প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। চা-বাগানের শান্ত, মন্থর ছন্দটি তাঁহার কর্মস্পৃহা ক্ষান্ত করিতে পারে নাই দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। বয়সে প্রবীণ হইলেও তিনি যুবকের ন্যায় কর্মঠ। আলস্য তাঁহার স্বভাবের মধ্যে স্থান পায় নাই। তাই, তাঁহার কবিতা শুনিয়া কুণ্ঠাসত্ত্বেও যখন তাঁহাকে বলিলাম যে, আপনার সহজাত আগ্রহের সহিত সতর্ক সাধনার প্রাচুর্য যুক্ত হউক, তখন কবিনামলোভী তরুণের ন্যায় তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন না। ঋজু, বলিষ্ঠ দেহে প্রতিশ্রুতির প্রসন্নতা ফুটিয়া উঠিল। কবি বীরেশ্বর বসু পুনরায় আসিবার আশা দিয়া কবিতার পাণ্ডুলিপি লইয়া দলসিংপাড়ায় ফিরিয়া গেলেন।

১৯৫৩-র পূর্বে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত আমার পরিচয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি এই কয় বৎসরের মধ্যেই তাঁহার একটি গল্পের বই ('উন্মেষ') এবং একটি গানের বই ('মায়ের গান') প্রকাশিত হইয়াছে। সে বইগুলি আমি দেখিয়াছি। তিনি যে যথার্থ আন্তরিকতার সহিত কাজে নামিয়াছেন, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।

কবিতার সার্থকতা শুধু কি কবির প্রয়াস-প্রযত্নের উপর নির্ভর করে? প্রেরণা, প্রয়াস ও সমৃদ্ধ বাসনালোক—এই তিনের সমন্বয় না ঘটিলে কবিতার সৃষ্টি যে অসম্ভব, সে বিষয়ে প্রবীণ কবির সহিত তাঁহার এই অযোগ্য পাঠকের কোনও মতান্তর ঘটে নাই।

তাঁহার 'মানসলতা'র কবিতাগুলি কাব্যসৃষ্টির এই তিন উপাদানের অনিবার্য সমন্বয়ের আদর্শ মানিয়া ধন্য হইয়াছে কি না, সে বিষয়ে রসিক পাঠকই মন্তব্য করিবেন। আমি তাঁহার জীবনের সহিত তাঁহার কাব্যসাধনা একত্র করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। ব্যক্তিগত পরিচয় যখন ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয় তখন পক্ষপাতিত্ব আসিয়া নিরপেক্ষ বিচারের পথ রোধ করে।

তথাপি, 'মানসলতা'য় নিঃসন্দেহে ব্যক্তিসম্পর্কের অতিরিক্ত কিছু কাব্যের স্নিগ্ধতাও আছে—ইহাই আমার আন্তরিক বিশ্বাস।

কবি বীরেশ্বর বসুর সাধনার পথ নির্বিঘ্ন হউক, ইহাই আমার আন্তরিক কামনা। ইতি—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১ শ্রাবণ, ১৩৬৩

হরপ্রসাদ মিত্র

৺মোহিতলালের স্মরণে

॥ সূচী ॥

মানসলতা

সেদিন দেখেছি তারে
জন্ম নিল মনের পলিতে
সেই কৃশ লতা হায় কে জানিত
বিশাল বিস্তারে
আমার আকাশ ছুঁয়ে ছড়াবে যে আর এক আকাশ

মনের অতন্দ্র লোকে সেই লতা নিরন্তর কাঁপে
মর্তের কলুষ তাকে জানি জানি পারে নি রুধিতে।

কত ধান কাটা হ'ল হেমন্তের বিচিত্র মাটিতে
খুশিতে হেসেছে ফুল মালতীর মাধবীর বনে
কত যে ফুলেল হাওয়া কী মধুর গুঞ্জনে গুঞ্জনে
ভরেছে অসীম বিশ্ব আমি সেই বহতা নদীতে
ভাসি আর চেয়ে থাকি অনিমিখ আপনা বিস্মরি
মনের আকাশে সেই লতা তার ফুল অগণন।

সেই ছায়া

আমারি উত্তাপে তার কী উজ্জ্বল দেখেছি বিকাশ
অনেক বিস্মিত লগ্নে ছিল তার অশেষ স্বীকৃতি
ছোট ছোট ভঙ্গি আর কথা আর রূপের ঢেউয়েতে
পান-খাওয়া রাঙা ঠোঁটে কিংবা লঘু বাহুর দোলনে
চকিতে ঈষৎ হাসি বিচ্ছুরিত আলোর কুহকে
মনে পড়ে সে অতীত আমাদের সেই মধুমাস।

আজ যে বৈশাখে দেখি রূপে তার রুক্ষতার জ্বালা
চৈত্রের সমস্ত ফুলে সত্য এই প্রখর দহন
হাসিতে কান্নায় গানে গাঁথা মালা শুকোয় নিশ্চিত
থাকে তার ছেঁড়া সুতো মনে সেই বিষণ্ণ অতীত!

চা-বাগানে

এখানেও আছে ওপরে আকাশ
পাহাড়ে পাহাড়ে হাজার গাছ
এধারে ওধারে ছবি বারো মাস
ঋতুতে ঋতুতে চায়ের গাছ।

এখানেও সেই রবি শশী তারা
আঁধারে আলোতে কী খেলা রোজ
কালো সন্ধ্যার ছায়াতে ছায়াতে
জোনাকিরা জ্বলে, কে রাখে খোঁজ!

এখানের রোদে খর তাপ নেই।
শিশিরেতে, জলে নেইকো বিষ।
ফিরে আসে হারা গল্পের খেই
বাতাসে-বাতাসে পরীর শিস।

তবু এখানেও কঠোর হাত
কুয়াশা কুয়াশা,—কলের শ্বাস
মেশিনের হাত, মেশিনের দাঁত
কাটে স্বপ্নের সবুজ ঘাস।

সন্ধ্যা-মালা

বিকেল দুঃসহ দীর্ঘ—
সীমাহীন ধূসর আকাশ।

তারপর সন্ধ্যা নামে।
ফুটে ওঠে সন্ধ্যার মালতী
কী আশ্চর্য ভঙ্গি তার—কী চঞ্চল মতি!
সে কার নরম স্পর্শে
তমিস্রার গর্ভে জ্বলে কত ফুলঝুরি
কী বিচিত্র রূপরেখা রামধনু কত
সাদা কালো লাল নীল সবুজ হরিৎ
বেজে ওঠে বারে বারে বেলোয়ারী চুড়ি কার অদৃশ্য বাহুতে।

সংসার-সংগ্রামে

একদিন ছিলে তুমি সফেন সমুদ্রের মতো।
তোমার ঢেউগুলি এসে লাগত আমার বুকে
ছোট বুকখানা স্ফীত হয়ে উঠত
পাহাড়ের মতো।
তার বিপুল জলরাশি উঠত ফেনিয়ে ফেনিয়ে।
ঝরনার মতো বঁয়ে যেত হুঙ্কার দিয়ে
চূরমার করে বাধা বিঘ্ন যত।

প্রভাতের সূর্যকিরণ কত বিচিত্র বরণে
ভেসে উঠত তোমার-আমার প্রাণে
ঝলমল করত তোমার সোনালী জরির আঁচল
টলমল করে উঠত আমার মন।
তোমার সুরে সুর মিলিয়ে গেয়ে উঠতাম গান
প্রাণের কাণায় কাণায় ডাকত
শ্রাবণের বান।

তারপর কোন্ সন্ধ্যায়—ভেসে গেল
সেই সুর, সেই গান কোন্ অদৃশ্য দেশে
থেমে গেল তার সাগরপ্রমাণ ঢেউ
থেমে গেল তার কল্লোল—
সংকীর্ণ হয়ে গেল সেই সুদৃঢ় বিরাট বক্ষ
নেমে এল অন্ধকার তার বিভীষিকা নিয়ে
বসে পড়লাম জীবনের বেলাভূমে মাথায় হাত দিয়ে।

আবার জীবন

হেমন্ত গিয়েছে শীত ধূ-ধূ করে এই শূন্য মাঠে
হৃদয়ে অথৈ শূন্য কী ধূসর স্তব্ধতা সেখানে
যে রিক্ত ধানের ক্ষেত—যে কন্যার মাথা নত আজ
ছড়ায় সমস্ত বিশ্বে অসহায় দীর্ঘ হাহাকার—
উদীচীর হিম-হাওয়া দেহ তার বিবর্ণ বিস্বাদ
বিনিদ্র নয়নে শুধু বিকম্প বিষাদ।

ছায়াপথে নীহারিকা কার অবয়ব ?
মনের গহনে জাগে আবার জীবন !

শেষের কান্না

একদিন এ আকাশে ছিল কত আশা—
ছিল কত ধানক্ষেত—
কত রোদ কত ভালবাসা।
ছিল তারা, ছিল চাঁদ—
হাসি ঠাট্টা তামাসা অঢেল
রূপসীর লাল ঠোঁটে বিচিত্র বিকেল।
ছিল বহু ঐশ্বর্যের ঝল্‌মল্‌ হাট।

কে এক কঠিন হাতে
তিলে তিলে হানে বজ্রাঘাত।
শিরা, উপশিরা কাঁপে রাতের বাতাসে।
আর জল—কান্না শুধু আমার আকাশে।

উত্তরণ

কি জানি কেন বা ডেকে আনিলে হেথায়
এই সিন্ধু লোকালয়ে এ মহাশিখায়—
মরণের যাত্রী করে অথবা বিজয়ী
অহমের উচ্চমার্গে হে কল্যাণময়ী ?

কি জানি কী মনে মনে সে কোঁন খেয়াল
আমি তো ছিলাম ভাল, ছিল না জঞ্জাল।
আমরা ছিলাম দুয়ে এক তনু-মন
আঁকিতাম কত ছবি জগৎ-মোহন !
কী বা সে ফুলের দোল, নদী উতরোল—
হাসিতে কান্নায় মিশে সে মহাকল্লোল !
কল্পনার খেলাঘরে সে যে কী উৎসব—
প্রকৃতির শ্যামলিমা, নীল সিন্ধুজল
কী বিচিত্র রূপরেখা হাসি খল খল
এ কি তবে মিথ্যা তবে এ নয় বাস্তব ?

অনুভূতি

নব নব জ্ঞান দাও নব নব সৃষ্টি।
আসুক বৈশাখী রোদ আষাঢ়ের বৃষ্টি ;
জগতের যত কিছু জানিবার কথা
সুখ দুঃখ মানবের জীবনের ব্যথা।
সবারে আশ্রয় করি জেনে লই মোরে
অশেষ সংশয় দ্বন্দ্ব প্রতীক্ষার ডোরে।
কিবা আত্মা কিবা দেহ কর্ম বিদ্যা জ্ঞান
জীবনের আলো আর মৃত্যুর নির্বাণ !

শরতের রোদ

বহুদিন হ'ল আজ রোদ নেই মোটে
কালো মেঘ লুটিয়েছে ঐ নদীতটে।
এখন কি ঘন নীল মনের আকাশ
চোখে মুখে হিম ছোঁওয়া দিয়েছে বাতাস।

ছিল যে অলক্তক চারু চরণের
সে কি ধুয়ে গেছে জলে, ঝরেছে হাওয়ায়?

হাসবে আবার রোদ এ ঋতুর শেষে।
চলবে হালকা মেঘ নীলাকাশে হেসে।
যে দীপ আড়ালে তার কী অশেষ জ্যোতি
প্রাণে সেই আলোকের স্মরণে প্রণতি।

সে

সে যে আসে যায় অহরহ থাকে পাশে
সে আমার মনে বারে বারে যায় আসে।
যায় চলে যায় কত ছল করে
অসীম শূন্য 'পরে।
শূন্যে শূন্যে দূর দূর মেঘ চরে
দিকে ও দিগন্তরে।

তাকে বলেছি তো—ওগো প্রিয়তম মোর
দেব না তোমারে মোর বাসনার ডোর ;
জানি তুমি চাহ মোর গূঢ় সত্তারে
তাই আস বারে বারে—
বিচিত্র ভঙ্গিতে।
আস নব নব গীতে।

ছায়াসঙ্গিনী

সে যেন ঘনান্ধ ছায়া
আগে পিছে চলে পায় পায় ;
কখনো সে সীমাহীন বিশাল আকাশ—
কখনো বা সূক্ষ্ম যেন রক্তের বীজাণু ;.
এ চোখে পড়ে না ধরা। শুধু পরিহাস !
গতি তার শব্দহীন—
ভাষা স্তব্ধ তার।

কৃষ্ণপক্ষে দীর্ঘ রাত, অতল আঁধার।
নিঝুম নিষুতি রাতে—
কোন্ যে অদৃশ্য পথে কোথা সরে যায়।
দিনান্তের কর্মব্যস্ত ক্লান্তদেহ নুয়ে পড়ে, আর
নিবিড় নিঃসঙ্গ প্রাণ কেহ নাই, কেহ নাই জানি।
শুধু তার হিম হাত,
অন্ধ পদপাত !

ব্যর্থতা

বাসনার অন্ত নাই—
শুধু ভাঙা গড়া।
অবিশ্রান্ত চলে ঘানি কুমোরের চাকা।
নব নব রূপ ধরে
কালের জোয়ারে
চোখে মুখে ফুটে ওঠে ছন্দ মধুমাখা।
কত সুর কত গান
রাখালের বাঁশী
মিলনের গীতি শত চাকায় চাকায়
বেজে ওঠে সগৌরবে অজানা কুলায়।

তারপর নেমে আসে
ছায়া আঁখিপাতে
স্বপনে স্বপনময় বুদ্বুদের প্রায়,
জীবনের সব রূপ
ছন্দ সুর ভাষা
কালস্রোতে ভেসে যায় মেঘ জড়িমায়!
অশেষ সুতার জালে কোথা অবসান
মাঝে মাঝে শুনি মাত্র নতুন আহ্বান!

বিদায় বাণী

তোমার আমার যত পরিচয়
সে যে গো মোদের হৃদি-বিনিময় !
তবে কেন বল লইয়া বিদায়
যাবে চলে কোন্ আশার আশায় ?

আমার বেদনা নহে তো আমার
মালা হয়ে আছে হৃদয়ে তোমার
যদি চলে যাও ফেলিয়ে আমায়
কাঁটা হয়ে মালা বিঁধিবে তোমায়

হৃদয়ের মণি যদি যেতে চায়
হৃদয়ও যে তবে তারি সাথে যায় ।

দুটি তারা

সুদূর গগনে ভাসে দুটি সন্ধ্যা-তারা—
সুদূর তাদের আশা, ঝরনার ধারা!
অথৈ আঁধারে ক্ষীণ মিটিমিটি চাওয়া—
সবুজ ঘাসের 'পরে শিশিরের ছোঁওয়া।

বনের আঁধারে কোথা বিটপীর শাখে
জেগেছে বনের লতা বসন্তের ডাকে
দূর গগনের ছোঁয়া লাগে তার মনে
স্বপনের শত ফুল ফুটেছে গোপনে।

ঘননীল আশা চোখে, ভালবাসা বুকে।
দুটি তারা সারারাতি মগ্ন রহে সুখে।
দিনের আলোয় নেভে সূর্যালোকে তারা
কর্মব্যস্ত, অন্তরীণ। নাই শব্দ সাড়া
দিগন্তের পথপানে পথহারা চাওয়া
মনের গহনে সেই বারে বারে পাওয়া!

পুনর্লাভ

একটু আগেই ঘরে ছিল কোথায় গেল চলে
সাত সমুদ্দুর তেরো নদী খুঁজছি কত জলে
চপল বায়ে উড়িয়ে আঁচল
চলছি বেয়ে তরী।
কোথায় তাহার কূল কিনারা
পাই না খুঁজে মরি।

পাহাড়-গায়ের কোলে কোলে বনের ছায়াতলে
খুঁজছি তারে মেঘের আড়ে রবির অস্তাচলে
ঝরনা রাণী চলছে যেথায়
রূপের গরব করি
কোন্ সে দেশে কোন্ সুদূরে
পাই না খুঁজে মরি।

গগন-গায়ে তারার মালা চাঁদের হাসিখেলা
বলছে কেবল বারে বারে যায় যে চলে বেলা।
আপন মনে খোঁজ্ না চপল
প্রাণের আঁখি-নীরে
দেখবি সেথা সদাই আছে
নিবিড় মন-তীরে।

কোথায় আলো লুকিয়ে গেল
কোন্ গগনের তলে ?
সাঁঝের ছায়া আসছে নেমে
দূর সাগরের জলে।
বাঁধন ভেঙে পাহাড় ছায়া
নামল ধরার 'পরে।
বনের ছায়া পাগলা-ঝোরা
ছুটল সকল ঘরে।
আঁধার রাতে নেই কো কেহ
সঙ্গবিহীন ঘরে।
কোন্ বিরহী কাঁদছে বসি
শুনি করুণ স্বরে।
ব্যথার ব্যথী কোথা রে তার
কোন্ পাহাড়ের কোলে !
চোখের আড়ে থাকে যে জন
কেই বা তারে ভোলে ?

২

মানসী

তোমাতে আমাতে চেনা কত জনমের
কত যুগ-যুগান্তের।
সকলেই ভুলে গেছে তুমি ভুলো নাই!
তাই হানো বারে-বারে।
আমার হৃদয়-দ্বারে—
তোমার অঙ্গুলিঘাত বাজে যে সদাই।

নীলাম্বুর নীল জলে নীল মেঘদলে
বন উপবন তলে
ভেসে ওঠে রূপরাশি যৌবনের ফাগ।
সেই ভাষা সেই ছন্দ
পারিজাত গন্ধ মন্দ
সুললিত কণ্ঠ সেই কত সুররাগ।

হতাশার অন্ধকারে পথহারা ঘরে
দীপ খুঁজি একা একা বিশ্বচরাচরে
তব স্নিগ্ধ করস্পর্শে তন্দ্রা কেটে যায়
জেগে ওঠে প্রেম প্রীতি
অতীতের মধুস্মৃতি
স্বপনে স্বপন রচি কল্পনা ধারায়।

দিনান্তের শেষ দেখা সূর্য-অস্তাচলে
সুগভীর অন্তস্তলে
মিলনের দীপ জ্বেলে কর আবাহন।
বসন্তের ফাগে ফাগে
মলয়ের অনুরাগে
রুদ্ধ দ্বার খুলে কর মধু আলাপন।

উদাসীন

মন কেন উদাসীন
বাঁশি বাজে না।
হৃদয়ের ফুলদল
কেন দোলে না ?

•

শূন্য ক্ষেত, নাই কিছু
সোনা ফলে না।
হাতে হাতে কেন আর
তালি বাজে না ?

কত মেঘ যায় উড়ে
কভু বর্ষে না।
রবি তারা আসে যায়
তবু হাসে না ?

কোথা প্রেম খুঁজি তাই
মন মানে না।
শূন্যপানে চেয়ে থাকি
কেউ জানে না।

রবীন্দ্র-প্রীতি

উন্মুক্ত ধরণীতলে বসি যোগাসনে
করেছ যে আলাপন প্রকৃতির সনে
মূর্ত হয়ে ফুটেছিল কুসুমের দল
প্রাণে প্রাণে গেয়েছিলে জগৎ-মঙ্গল।
সেই সুর সেই ভাষা ছন্দ সুমধুর
গগনে পবনে উড়ে গেল বহুদূর
বহু দেশ-দেশান্তরে সুদূর বিদেশে
জাগাল অসীম সিন্ধু কল্লোল আবেশে।
সাজায়ে অক্ষর তব নব পরিবেশে
জয়মাল্য কণ্ঠে পরি গেলে দেশে দেশে।
বিশ্বের সাহিত্য-রত্ন করি আহরণ
সৃজিলে যে তপোবন শান্তি-নিকেতন
অতুল সম্পদ সে যে বিশ্বমানবের
চিরন্তনী সাম্যবাদ বেদ-বেদান্তের।
লঙ্ঘিয়া পাহাড় বন সিন্ধু পারাবার
উত্তাল তরঙ্গরাশি দুর্জয় দুর্বার
উপনীত সশরীরে সুর-তপোবনে
রচিলে প্রাণের অর্ঘ্য মহাশ্বেতা মনে।
উন্মোচিয়া রুদ্ধ দ্বার জ্বালায়ে দীপালি
অফুরন্ত সুরমার্গ পূরবী ভূপালী
গীতালি গীতবিতান গীতাঞ্জলি বাণী
শুনাইলে বিশ্বজনে গীত বীণাপাণি।
ভারতীর বরপুত্র তুমি ধন্য কবি
আঁকিয়াছ সৌন্দর্যের অভিনব ছবি

আত্মার স্বরূপ তব করিলে প্রকাশ
শিব-সুন্দরের রূপ কবিত্বে বিকাশ।
প্রভাতের রবিরশ্মি তোমার নয়নে
উদ্বুদ্ধ করিল বিশ্ব নব জাগরণে।
ভুবনে ভবনে বনে সর্ব চরাচরে
তোমারি আরতি তাই হয় ঘরে ঘরে।
নহ তুমি মৃত কবি আজো বর্ত্তমান
আজো বসি শুনিতেছ বিহঙ্গের গান
পরপার থেকে আসে নিখিলের বাণী
নহে সে তো অন্য কিছু তব গান জানি।
লহ মোর নমস্কার তুচ্ছ নিবেদন
যদিও এ তুচ্ছ নয় তোমার সদন
জগতের গুরু তুমি গুরুদেব নাম
দিয়েছ সবারে শিক্ষা আপনি নিষ্কাম॥

———